সিভিক এ্যানগেজমেন্ট ইন সাসটেইনএ্যাবল ম্যানেজমেন্ট অফ স্যোসাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম-এসএসএনপি

প্রণয়নেঃ

ড. এবিএম সাজ্জাদ হোসেন
পরিচালক (পিএমআরএন্ডই),এনডিপি
সিরাজগঞ্জ।

মোল্লা আব্দুল্লাহ আল মেহদী
ব্যবস্থাপক (আরএন্ডডি),এনডিপি,
সিরাজগঞ্জ।

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
মোছাঃ আকতারী বেগম প্রকল্প সমন্বয়কারী ,এসএসএনপি এনডিপি
কাজিপুর,সিরাজগঞ্জ।

প্রকাশনায়ঃ
রিসার্চ এন্ড ডকুমেন্টশন বিভাগ
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১৭

জানুয়ারী ১৯৯২ সাল থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এনডিপি বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। তৃণমূলের দরিদ্র, নিরক্ষর, ভূমিহীন, শিশু ও নারী এবং পুরুষ যেন নিজেরাই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করছে এনডিপি ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬০ মিলিয়ন। The 2010 Household Income and Expenditure Survey (HIES) এর মতে প্রায় ৩১.৬% জনসংখ্যা জাতীয় দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। এ দারিদ্রতা হ্রাসকরণকল্পে সরকার নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান উল্লেখযোগ্য। একাধিক সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় জানা গেছে যে, সমাজের অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রতা বিমোচনে সরকার পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি গুরূত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। উল্লেখ্য, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাধীন সেবা গ্রহনকারী সুবিধাভোগীগণ অথবা সাধারণ জনগণ এ বিষয়ে সার্বিকভাবে অবহিত নন। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এনডিপি পরিচালিত এ প্রকল্পটির মাধ্যমে সুবিধাভোগী ও সাধারণ জনগণকে কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিতকরণ এবং কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান/বিভাগসমূহের সার্বিক যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নকল্পে কাজ করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, এলাকার দরিদ্র জনগণ উপকৃত হচ্ছে এবং দারিদ্রতা বিমোচনে এটি কার্যকরী ভূমিকা পালনে করছে।

বাংলাদেশের সামাজিক সুরক্ষার ১৪৫ টি কর্মসূচি আছে। জিডিপির অংশ হিসাবে সবচেয়ে বড় ১০টি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে ব্যয় হচ্ছে মোট সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাজেটের দুই-তৃতীয়াংশ । দারিদ্র হ্রাসের জন্য নাগরিকদের মত প্রকাশ ও তা কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেবাগ্রহণকারীদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরো ফলপ্রসূ ও দাতাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে আরো সচেতন করা। বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে সমন্বিত করে একটি বৃহত্তম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে রূপ দিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল তৈরি করেছে। এনএসএসএস একটি কার্যকর নজরদারি ও মূল্যায়নের অভাবকে চলমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্যতম বড় ঘাটতি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এনএসএসএস এর লক্ষ্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে সংস্কারের মাধ্যমে দক্ষ ও জোরদার করা ।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী কর্মসুচীর আওতায় সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউকেএইড এর অর্থায়নে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর কারিগরী সহযোগীতায় সিভিক এ্যানগেজমেন্ট ইন সাসটেইনএ্যাবল ম্যানেজমেন্ট অফ স্যোসাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম-এসএসএনপি নামে একটি পাইলট প্রকল্প সারা বাংলাদেশের ১২টি উপজেলায় কার্যক্রম চলছে। তার মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে কার্যক্রম শুরু করে। উপজেলার ১৭৯৯৭ জন উপকারভোগীকে সার্বিকভাবে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে এ কার্যক্রম শুরু হয় । প্রকল্পটি শুরু থেকে জুন ২০১৭ ইং পর্যন্ত এনডিপি কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরাসারি বাস্তবায়িত হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য : সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী কর্মসুচীতে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা /জনপ্রতিনিধিদের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ

উদেশ্য সমূহ ঃ

- জনগণ কর্তৃক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে প্রকৃত উপকারভোগী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবা লাভ করে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী পলিসি, এডভোকেসি ইস্যু চিহ্নিত করা ও কর্মসূচিতে দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য, অভিজ্ঞতা আহরণ এবং সকলের সাথে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত বিনিময় করা

প্রকল্প ফলাফল:

- প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগনের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ
- বিভিন্ন প্রকল্প কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহন ও অব্যাহত সহযোগিতা
- সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহের অব্যাহত সহযোগিতা
- প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের অব্যাহত সহযোগিতা

ফলাফল ১: সামাজিক সুরক্ষা সেবা প্রদানকারী বিভাগসমূহের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে ,

২.জনগনের খুব কাছের সেবাদানকারী অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে ।

৩.সিটিজেন ফোরাম সামাজিক কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে নজরদারী বাড়বে ।

৪.স্যোসাল প্রটেকশন কার্যক্রমে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সচল হবে ।

৫.সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর অধিকার সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধী বাড়বে এবং সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন হবে ।

৬.সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী পলিসি,এ্যাডভোকেসী ইস্যু চিহ্নিত করা ও কর্মসুচীতে দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ।

একনজরে সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প:

ক্রমিক নম্বর	বিবরন	সংখ্যা
১	প্রকল্পের নাম	সিভিক এ্যানগেজমেন্ট ইন সাসটেইনএ্যাবল ম্যানেজমেন্ট অফ স্যোসাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম-এসএসএনপি
২	প্রকল্প শুরু : এপ্রিল ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ	প্রকল্প শেষ : জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ
৩	অর্থায়ন	ইউকে এইড
৪	কারিগরী সহযোগীতায়	মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
৫	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি
৬	বাস্তবায়িত জেলা সিরাজগঞ্জ (কাজিপুর উপজেলা)	১৭৯৯৭ জন উপকারভোগী

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমুহ:

প্রকল্পের শুরুতে মোট ১৩টি স্যোসাল প্রটেকশন ফোরাম গঠন করা হয়। প্রত্যেক ফোরামের সদস্য ২০ জন । এর মধ্যে ১০টি ইউনিয়নে ,১টি পৌরসভায়,১টি উপজেলায় এবং ১টি জেলায় ফোরাম গঠন করা হয়। ফোরামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রত্যেক দলে ১ জন সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক ও ১ জন ক্যাশিয়ার আর বাকি যারা আছেন তাদের সদস্য হিসাবে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন ফোরামে দুই মাসে ১বার সকল সদস্য নিয়ে দ্বি-মাসিক সভা ,উপজেলায় মাসে ১ বার এবং জেলায় ৩ মাসে ১ বার সভা করা হয়।

১. ইউনিয়ন/পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম গঠন
২. সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের সাথে নিয়মিত মাসিক/দ্বি-মাসিক ত্রৈমাসিক সভা
৩. সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের সাথে বার্ষিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

৪. সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের সদস্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ
৫. সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবায় সু-শাসন বিষয়ক কর্মশালা
৬. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা
৭. স্থাণীয় জনগণ, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মত-বিনিময় সভা
৮. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নীতিমালা প্রদর্শন
৯. সামাজিক সুরক্ষা নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি নীতিমালা বিষয়ক সিটিজেন চার্টার স্থাপন
১০. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বিষয়ক সচেতনতা মূলক লিফলেট ও পোষ্টার বিতরণ
১১. ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বিষয়ক মেলার আয়োজন
১২. বেজ লাইন তৈরী ও প্রকল্প মূল্যায়ণ

ক্র:নং	প্রশিক্ষনের নাম	লক্ষমাত্রা	অর্জন	অর্জন হয়নি
১	সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের সদস্য প্রশিক্ষণ	৭	৭	
২	সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবায় সু-শাসন বিষয়ক কর্মশালা	২	২	
৩	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সেবায় সু-শাসন বিষয়ক কর্মশালা	১	১	
৪	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন	৫ব্যাচ	৫ ব্যাচ	
৫	ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সু-শাসন বিষয়ক কর্মশালা	১৩ ব্যাচ	১৩ ব্যাচ	
৬	প্রগ্রেস এ্যানালাইসিস এন্ড প্লানিং মিটিং	২	২	
৭	সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন	৫ব্যাচ	৫ ব্যাচ	
৮	ষ্টাফ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং	১	১	

এক নজরে সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প থেকে পরিবর্তনসমূহ:

১. ভাতাভোগীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে,
২. বিভিন্ন সেবার অভিযোগগুলো কোথায় দিতে হবে তা তারা জেনেছে,
৩. কর্মসুচীগুলোর ভাতাভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারে,
৪. সেবাদানকারীরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বজনপ্রীতি, দূর্নীতি, ঘুষ ও অনিয়মের সাথে জড়িত থাকলে ও বর্তমানে কিছুটা হলে ও কমে গেছে ।
৫. ইউনিয়ন পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে,
৬. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে
৭. সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে হয়রানি কিছুটা হলে ও কমেছে ।
৮. কর্মসুচীতে দরিদ্র মানুষের অধিকার রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে
৯. সিটিজেন ফোরাম সামাজিক কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে নজরদারী বেড়েছে ।

শিক্ষা উপবৃত্তি বিয়য়ক সচেতনমূলক মতবিনিময় সভাঃ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচিতে কাজিপুর - **১৩১**টি বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপবৃত্তি বিয়য়ক সচেতনমূলক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপবৃত্তি প্রাপ্তীর নিয়ম-কানুন তথা মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সন্তানদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির হার বৃদ্ধি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার রোধকরণ, শিক্ষা চক্রের

সমাপ্তীর হার বৃদ্ধিকরণ, শিশুশ্রম রোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা পালন করছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- উপবৃত্তির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষার্থির সংখ্যা বৃদ্ধি
- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন
- শিক্ষার্থি (বিশেষ করে মেয়ে দের) দের এসএসসি /দাখিল পাশ পর্যন্ত বিবাহ থেকে বিরত রেখে জনসংখ্যা হ্রাসকরণ
- আর্থ -সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি তথা দারিদ্র বিমোচন
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থিদের সহায়তা

যোগ্যতা ঃ

- শিক্ষার্থী অভিভাবকদের ৫০ শতাংশের নিচে জমির মালিক (এলাকা ভিত্তিক প্রযোজ্য)
- শিক্ষার্থী অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩০,০০০ এর নীচে
- উপার্জনে অসামর্থ/বিকলাঙ্গ অভিভাবক
- সকল চরম প্রতিবন্ধী-বোবা, অন্ধ
- দুঃস্থ বিধবা মহিলার পরিবার
- দিনমজুর, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবি অভিভাবকের সন্তান
- অস্বচ্ছল চাকরীজীবি, অস্বচ্ছল পেশাজীবি (জেলে, কুমার, কামার, তাঁতী, মুচী ইত্যাদি)
- দুঃস্থ অসহায় গোষ্ঠী যেমন-এতিম, অনাথ
- অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের সন্তান
- অস্বচ্ছল উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীর পরিবার

শর্তাবলী ঃ

- শ্রেণীভিত্তিক ভর্তিকৃত ছাত্রীর ৩০% দরিদ্র ছাত্রী এবং ভর্তিকৃত ছাত্রের ২০% দরিদ্র ছাত্র
- গড়ে ৭৫% উপস্থিতি
- ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণীতে পরীক্ষায় নূন্যতম ৩৩ নম্বর অর্জন, ৮ম ও ৯মশ্রেণীতে পরীক্ষায় নূন্যতম ৪০ নম্বর অর্জন এবং ১০ম শ্রেণীতে শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুযায়ী নিবাচনী পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হওয়া
- এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা
- উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর নিকট থেকে টিউশন ফি গ্রহণ না করা
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভর্তি রেজিষ্টার, শ্রেণী হাজিরা খাতা, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল বিবরণী/রেজিষ্টার ভর্তি ও পরীক্ষার তারিখ থেকে ন্যুনতম ৩ বছর পর্যন্ত সংরক্ষন করতে হবে এবং নির্বাচনী পরীক্ষার উত্তর পত্র পরীক্ষার তারিখ থেকে ন্যুনতম ১ বছর পর্যন্ত সংরক্ষন করতে হবে।

কিকি শর্ত ভঙ্গ করিলে প্রাপ্ত উপবৃত্তি থেকেও বঞ্চিত হতে পারে, অভিভাবকের দায়িত্ব-কর্তব্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য এবং শিক্ষকমন্ডলীর পাঠদান পদ্ধতি আরো উন্নয়নসহ দায়িত্ব-কর্তব্য, কিভাবে শিক্ষার গুনগত মান আরো বৃদ্ধি করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা এবং শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়।

বয়স্কভাতার উপর সচেতনমূলক আলোচনা সভা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচীর বয়স্কভাতা উপকারভোগী, উপকারভোগীর যোগ্যব্যক্তি ও সুশীল নাগরিকের সমন্বয়ে বয়স্কভাতা নীতিমালার উপর সচেতনমূলক আলোচনা সভা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় বয়স্কভাতার কার্ডের জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, কার্ডের জন্য কিকি শর্ত আছে, বয়স কত লাগে, (বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সের এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বা তদুর্ধ বয়সের, নিঃস্ব,উদ্বাস্তু ও ভুমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা,বিপত্নীক,নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধীকার দিতে হবে। ভুমিহীন ব্যক্তিকে অগ্রাধীকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ি ব্যাতীত কোন ব্যক্তির জমির পরিমান ০.৫একর বা তার কম হলে তিনি ভুমিহীন বলে গণ্য হবেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে, জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে, প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় অনুর্ধ ১০০০০ টাকা হতে হবে, বাছাই কমিটি কর্তৃক র্নিবাচিত হতে হবে ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যাংক থেকে ভাতার অর্থ উত্তোলণে কোনরুপ সমস্যা হয় কিনা ইত্যাদি বিয়য়েও ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

এনডিপি কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উপর কর্মশালা

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচিতে কাজিপুর - সিরাজগঞ্জে ১২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার হলরুমে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উপর একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয় । উক্ত কর্মশালায় এনডিপি-এর সকল কর্মসুচির উপর সংক্ষেপে ধারণা, এনডিপি-সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেসহ বাংলাদেশে চলমান ১৪৫ টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির মধ্যে ১০টি কর্মসুচি যেমন- প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি, টি আর, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী, মাতৃতকালীন ভাতা, ভিজিডি এবং ভিজিএফ-এর বিস্তারিত নিয়ম-কানুন যেমন উপপকারভোগী হওয়ার শর্তাবলী, বয়স, যোগ্যতা, আর্থসামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং নব্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উপর ধারণা প্রদান করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির লক্ষ্যঃ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে সম্পৃক্ত ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির উন্নয়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির অধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

- জনগণ কর্তৃক সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে প্রকৃত উপকারভোগী স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে সামাজিক নিরাপত্তা সেবা লাভ করে।
- সামাজিক নিরাপত্তা সেবা পলিসি, এডভোকেসি ইস্যু চিহ্নিত করা ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে তাদের অধিকার রক্ষায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সেবা সংক্রান্ত তথ্য, অভিজ্ঞতা আহরণ এবং সকলের সাথে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত বিনিময় করা ।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির সামাজিক সুরক্ষা কমিটিঃ

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে দরিদ্র জন গোষ্ঠীর অধিকার ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সহায়ক হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সুশীল সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীর সমন্বয়ে সামাজিক সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির মাঝে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপর অবহিতকরণ বিষয়ক এক দিনের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

সুশীল সমাজের অংশগ্রহণঃ

সুশীল সমাজ আমাদের সমাজ জাতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি, যারা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর যাবতীয় কলাকৌশল তথা মানোন্নয়নের মুখ্য ভুমিকা পালন করে থাকে। সুশীল সমাজের সাথে নিবিড় ভাবে কাজ করার আঙ্গিকেই প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরুপ-ইউনিয়ন/পৌরসভা সামাজিক সুরক্ষা কমিটি, উপজেলা সামাজিক সুরক্ষা কমিটি এবং জেলা সামাজিক সুরক্ষা কমিটি। সকল পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে মাসিক, দ্বি-মাসিক এবং ত্রৈমাসিক সভা, ওর্য়াকশপ এবং ডায়ালগসহ বিভিন্ন কর্মসুচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর বিভিন্ন সমম্যা আলোচনা এবং সেগুলোর সমাধান কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুশাসন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির এনডিপি-এর প্রধান কার্যালয় সিরাজগঞ্জে ইউনিয়ন পর্যায়ের সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম সদস্যের সমন্বয়ে দুইদিন ব্যাপী ৫ ব্যাচ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুশাসন, অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন জনাব পরেশ চন্দ্র সরকার, পরিচালক-কর্মসুচি। উক্ত প্রশিক্ষণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচিতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি কি, অভিযোগ কি, অভিযোগের কারণসমূহ কিকি, অভিযোগের প্রকৃতি কি, অভিযোগ কিভাবে প্রতিকার করা যায়, অভিযোগ নিস্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)-এর কার্যপরিধি ও কার্যপদ্ধতি কিরুপ, অভিযোগ যাচাই-বাছাই ও তদন্ত পদ্ধতি, অভিযোগ সংগ্রহের কৌশল, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের অভিযোগ ব্যস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।

জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় জনসাধারণের গণশুনানী

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্থানীয় জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উপর ১৫টি গণশুনানীর আয়োজন করা হয়। উক্ত গণশুনানীতে জনসাধারণ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচি বাস্তবায়নের উপর তাদের অধিকার, মতামত প্রদানসহ মাঠ পর্যায়ের চলমান বিচ্যুতি সমুহ তুলে ধরেন।

১) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত ও মাপকাঠির ভিত্তিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে অনেকসময় তাহা হয় না এবং বাছাই কমিটি সম্পর্কে উপকারভোগীদের মাঝে ধারণা না থাকা (বাছাই প্রক্রিয়ায় আরো স্বচ্ছতা এবং বাছাই কমিটির সম্পৃক্ততা বাড়ানো সম্ভব কিনা?)

২) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে/সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার/মাইকিং করা হয় না এবং গণজমায়েতের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয় না।

৩) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ঝুলানোর নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তা হয় না (ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে উপকারভোগীদের নামের তালিকা ঝুলানো সম্ভব কিনা ?)

৪) বয়স্কভাতা কর্মসুচির উপকারভোগীদের স্ব স্ব নামে ব্যাংক হিসাব থাকলেও কার্যকারীতা না থাকা (স্ব স্ব হিসাব নম্বরে ভাতার অর্থ প্রেরণ করলে উপকারভোগী সুবিধামতো সময়ে লেন-দেন করতে পারত ফলে সমস্যা অনেকাংশেই থাকত না)।

৫) বয়স্কভাতা কর্মসুচির উপকারভোগী/নমিনীর মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান না করে অনেকাংশে জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান করা। ইহাতে প্রকৃত উপকারভোগীর সুবিধা প্রাপ্তীতে সমস্যার সৃষ্টি।

৬) বয়স্কভাতা কর্মসুচির উপকারভোগীদের পাশবই পৃষ্ঠা শেষান্তে পুরাতন বইয়ের সাথে নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন করা বাবদ ব্যাংক কর্মকর্তা ও সমাজসেবা অফিসের ইউনিয়ন সাজকর্মীর কর্তৃক ১০০/২০০ টাকা গ্রহণ এবং পাশবই-এ ভাতা/টাকার পরিমান উল্লেখ করা বা লিখা হয়না ।

৭) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের সরাসরি ইউনিয়ন পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন) উপস্থিত হয়ে সেবা প্রদানের নিয়ম আছে কিনা?

৮) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে একটি ইউনিয়নের সমস্ত উপকারভোগীদের একদিনে ব্যাংকে টাকা/ভাতা গ্রহণের জন্য ডাকায় ব্যাংকে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় বিকেলে অনেককে ফিরে যেতে হয়, তিন-চারটি ওর্য়াডভিত্তিক সেবার অর্থ বিতরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও বাস্তবায়ন না করা।

৯) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে ১০ টাকার বিনিময়ে উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়ম থাকলেও প্রায়ই বেশী টাকা (৫০,১০০,২০০) গ্রহণ করা হয়

১০) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে কিছু উপকারভোগীর নমীনি মৃত্যুর পরও নিয়মিতভাবে সেবার অর্থ উত্তোলণ করছে এবং কিছু উপকারভোগী মৃত্যুর পরও নমীনির মাধ্যমে তিনমাস সেবার অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তাহা হইতে বঞ্চিত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উপর উপজেলা ডায়ালগ সেশন

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচির উপর ডায়ালগ সেশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় সেফটি নেটের বিভিন্ন কর্মসুচির উপর মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত ফাইন্ডিংস সমুহ উপস্থাপন করা হয় ।

১) বিবাহিত শিক্ষার্থীর মাঝেও উপবৃত্তি প্রদান (খাষশূড়িবেড় উচ্চ বিদ্যালয়, নাটুয়ার পাড়া)

২) কিছু কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তির টাকা দেওয়ার সময় ৫০, ১০০ টাকা করে দিতে হয়। খাষশূড়িবেড়, নাটুয়ার পাড়া, খাসরাজবাড়ি LBB উচ্চ বিদ্যালয়, শালগ্রাম উঃবিঃ, মনসুরনগর, শিমুলদাঁইড় উঃবিঃ ৬ষ্ঠ-৮ম ১০০টাকা এবং ১০ম শ্রেণী থেকে ২২০ টাকা গ্রহণ করে।

৩) কর্মসৃজন কর্মসুচিতে শ্রমের মজুরী দিনে ২০০ হিসেবে নির্ধারিত ১৭৫ টাকা নগদ এবং ২৫ টাকা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংক একাউন্টে জমার নিয়ম থাকলেও কোথাও কোথাও নগদে ১৩০/১৫০ টাকার বেশী পাওয়া যায় না এবং শ্রমের মজুরী থেকে ব্যাংক একাউন্টে ২৫ টাকা সঞ্চয় হিসেবে ব্যাংক একাউন্টে প্রকল্প শেষে ২০০০ টাকা জমা থাকলেও সমুদয় টাকা পাওয়া যায় না এবং ভবিষ্যতে সঞ্চয়কৃত অর্থও উপকারভোগীদের আর প্রদান করবেন না বলে জানিয়েছেন কিছু কিছু জনপ্রতিনিধি (মনসুরনগর ইউপি)

৪) খইরুননেছা, পিতা মৃত হোসেন আলী, মানিকপটল, ৫নং ওয়ার্ড, কাজিপুর সদর ইউপি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। উক্ত উপকারভোগী সমাজসেবা অফিসে এসে সংশ্লিষ্ট ইউপি সমাজকর্মীর (লতিকা) নিকট থেকে পাশবই কিংবা টিপসহি ছাড়াই ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা গ্রহণ করেছেন। কোন কর্মসূচির টাকা এবং কত দিনের?

৫) বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা ও প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের ব্যাংক থেকে টাকা প্রদান করে কিন্তু পাশ বইয়ে টাকার পরিমান লিখা থাকে না, ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু সময় আর্থিক অনিয়ম হয়।

৬) সুখিতন বেওয়া, রামুশেখ, উত্তর পাইকপাড়া, সোনামুখি ইউপি, বয়স্কভাতাভোগী ছিলেন, বহি নং-১৬, হিসাব নং-৪৮৯, দেড় বছর যাবৎ মারা গিয়েছে, বইটি মেয়ের নিকট আছে, মৃত্যুর পর নমিনী কোন অর্থ পায়নি এবং কার্ডটি আদৌ প্রতিস্থাপিত হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

৭) ভিজিডি কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে দরিদ্র পীড়িত এবং দুঃস্থ গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন করা, কিন্তু বাস্তবে প্রশিক্ষণ খুবই কম এবং নিম্নমানের

৮) একজনের ভিজিডি কার্ডের সেবা দুই জনে ভাগ করে নেয় (তানিয়া স্বামী লালন + রত্না রানী স্বামী মোহন দক্ষিন পাইক পাড়া, সোনামুখী ও হেনা-মৃত মধূ মিয়া + নুরজাহান-হবিবর, নয়াপাড়া,গান্ধাইল)

৯) শিক্ষকমন্ডলীদের নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে পাঠদানের নিয়ম থাকলও প্রধান শিক্ষক মাসে শুধুমাত্র ২/৩ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়(শালদহ সঃপ্রাঃবিঃ), বিরশুরী গাছা ১ জন মাত্র শিক্ষক তিনিও আবার নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকেন না ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে

১০) প্রাথমিক শিক্ষায় কোন প্রকার টাকা কর্তন বা জমা নেওয়ার বিধান না থাকলেও উপবৃত্তি প্রদানের সময় প্রত্যেকের নিকট থেকে ১০০ টাকা করে কেটে নেয় (চরশালদহ, মহিমাপুর, শালদহ সঃপ্রাঃবিঃ)।

আলোচনা শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সাইফুর রহমান বলেন সেফটি নেট কর্মসুচির সমস্ত কার্যক্রম নীতিমালা মোতাবেক বাস্তবায়িত হতে হবে, কোন অনিয়ম কোনভাবেই মেনে নেয়া যাবে না, উল্লিখিত অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের

তিনি মোবাইলের মাধ্যমেও সচেতন করিয়েছেন এবং শিমুল দাঁইড় উচ্চ বিদ্যালয়ে তাৎক্ষনিকভাবে তদন্তের জন্য ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে পাঠিয়েছেন।

জেলা সামাজিক সুরক্ষা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা ঃ

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি কর্তৃক সিভিক এ্যানগেজমেন্ট ইন সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অফ সোস্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম-এসএসএনপি প্রকল্পের জেলা সামাজিক সুরক্ষা কমিটির ত্রৈমাসিক সভা সিরাজগঞ্জ জেলার নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর হলরুমে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ সরকারী ডিগ্রী কলেজ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচি বাস্তবায়ন করার ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে অনিয়ম কমছে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । এনডিপিএর পরিচালক(কর্মসূচী) মহোদয় বলেন যে, আমরা যে কাজ করছি তা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে এবং সুশীল সমাজের সম্পৃক্ততার ফলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি সহজভাবে বাস্তবায়ন হবে। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ফোরাম এর সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম রতন, জেলা ফোরাম এর সদস্য মোঃ হেলাল - সাংবাদিক, মাইজবাড়ী ইউনিয়ন এর সভাপতি মোঃ হযরত আলী, কাজিপুর সদর এর সভাপতি মোঃ শফিউদ্দিন । এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন গোলাম রব্বানি বাবু, তাজমেরী হোসেন মুক্তি, আলেয়া আকতার বানু, মরিয়ম খাতুন মৌসুমী, সেলিম রেজা - সাংবাদিক, আমিনূল ইসলাম জুয়েল, সেলিনা বেগম, জহুরুল ইসলাম, মজিবর রহমান, আকতারী বেগম প্রকল্প সমন্বয়কারী - এনডিপি, সুরেশ চন্দ্র পাল প্রকল্প কর্মকর্তা । উক্ত সভায় স্যোসাল অডিট, সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রনিধিদের মাঝে ডায়ালগ সেশনের মাধ্যমে সেফটি নেট কর্মসুচির দূর্নীতি তুলনামূলকভাবে কমছে এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইউনিয়ন সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম

ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর উপকারভোগী এবং নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে ০১ টি পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়নে সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম গঠন করা হয়েছে। উক্ত ইউনিয়ন সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম ২০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। ইউনিয়ন সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম গুলোতে ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সেক্রেটারি, ১ জন ক্যাশিয়ার, ১ জন সাংগাঠনিক সম্পাদক এবং অন্যরা কার্যকরী সদস্য আছে। ইউনিয়ন সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম সভা প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়নের মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে কিনা, সুবিধা গ্রহণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা/অনিয়ম/দূর্নীতি হয় কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলো ফোরামের সদস্যরা উঠান বৈঠক, সচেতনমূলক আলোচনা, উপকারভোগীদের সাথে এফজিডি ও এককভাবে আলোচনার মাধ্যমে খতিয়ে দেখছে এবং সেগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে দ্বিমাসিক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং স্ব স্ব ইউনিয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের আলোচনার মাধ্যমে অপরাধ/প্রতিবন্ধকতা/অনিয়ম/দূর্নীতি কমানোর জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যে সকল অনিয়ম/দূর্নীতি ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভব নয় সে গুলো উপজেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরামে সমাধানের জন্য প্রেরণ করা হয।

উপজেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম

কর্মএলাকার পৌরসভা ও ১২টি ইউনিয়ন পর্যায়ের সকল সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের সভাপতি ও নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে উপজেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম গঠন করা হয়েছে। উপজেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম ২১ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত। ফোরামটি ১ জন সভাপতি, ১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সেক্রেটারি, ১ জন ক্যাশিয়ার, ১ জন সাংগাঠনিক সম্পাদক এবং ১৬ জন কার্যকরী সদস্য আছে। উপজেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরাম সভা প্রতি মাসে উপজেলা প্রকল্প অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়নের মাঠ

পর্যায়ে যে সকল ফাইন্ডিংস/প্রতিবন্ধকতা/অনিয়ম/দূর্নীতি পরিলক্ষিত হয় সেগলো কিভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং যে সকল ফাইন্ডিংস/প্রতিবন্ধকতা/অনিয়ম/দূর্নীতি উপজেলা পর্যায়ে সমাধান করা সম্ভব নয় সে গুলো জেলা সামাজিক সুরক্ষা ফোরামে সমাধানের জন্য প্রেরণ করা হয।

কমিউনিটি স্কোর কার্ড ঃ

ভিজিডি'র সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর উপকারভোগী এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রাথমিক আলোচনা করে কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বুঝানো হয়। পরে তারিখ নির্ধারণ করে উক্ত গ্রুপের সাথে এফজিডি করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর ইনপুট ট্রাকিং তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং গ্রপের সাথে ইনপুট ট্যাকিং সম্পন্ন করে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করা হয়। উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী আত্মমূল্যায়ন এবং দক্ষতামূল্যায়নের জন্য সূচক নির্ধারণ করা হয়। অত:পর নির্বাচিত সূচকগুলোর উপর উপকারভোগী, সাধারণ জনগণ এবং সেবাদানকারী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উক্ত সেবার যৌক্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে স্কোর সংগ্রহ করা হয় ও প্রদত্ত স্কোর এর যৌক্তিকতার জন্য কারণ নির্ধারণ ও মান উন্নয়নের জন্য সুপারিশ নেওয়া হয়। তারপর উভয়পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে দিন ধার্য করে উক্ত স্কোরের ভিত্তিতে সেবা সংক্রান্ত ইনপুট ট্যাকিং, আত্মমূল্যায়ন এবং দক্ষতামূল্যায়নের তথ্য উপস্থাপন এবং উক্ত সেবার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা সভা করা এবং পরবর্তীতে পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা ফলোআপ করা।

সোস্যাল অডিট/সামাজিক নিরীক্ষা

মাঠ পর্যায়ে যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী চলমান আছে সে গুলো কতটা স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষ ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে উপকারভোগীদের সাথে এফজিডি ও একক সাক্ষাৎ গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা (উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে/সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার/মাইকিং করা হয় না এবং গণজমায়েতের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয় না, উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বাছাই কমিটি থাকলেও উপকারভোগীরা জানেনা এবং কমিটি সক্রিয় নয়, ভাতা গ্রহণের তারিখ উপকারভোগীদের মাঝে সঠিক ভাবে জানানো/পৌছানো হয়না, ব্যাংক হিসাব থাকলেও কার্যকারীতা না থাকা, একটি ইউনিয়নের সমস্ত উপকারভোগীদের কর্মসূচী ভিত্তিক (বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, বিধবাভাতা) একদিনে ব্যাংকে টাকা/ভাতা গ্রহণের জন্য ডাকায় ব্যাংকে পর্যাপ্ত জনবল না থাকায় বিকেলে অনেককে ফিরে যেতে হয় এবং সেক্ষেত্রে গোপনে গোপনে উপকারভোগী অর্থের বিনিময়ে (২০-৫০ টাকা) ভাতার অর্থ তুলতে বাধ্য হয়, উপকারভোগীদের সাথে খারাপ আচরন করা হয়,উপকারভোগীদের ব্যাংকে (ভাতার অর্থ গ্রহণের পয়েন্ট) বসার পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা না থাকা, উপকারভোগী/নমিনীর মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান না করে অনেকাংশে জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান করা। ইহাতে প্রকৃত উপকারভোগীর সুবিধা প্রাপ্তীতে সমস্যার সৃষ্টি, পাশবই পৃষ্ঠা শেষান্তে পুরাতন বইয়ের সাথে নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন করা বাবদ ব্যাংক কর্তৃক ১০০ (একশত) টাকা গ্রহণ (বয়স্কভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা, বিধবাভাতা), স্বামী বেঁচে থাকলেও বিধবাভাতা কার্ডের সুবিধা গ্রহণ, উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ১০/২০ টাকা করে কেটে নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে (উপবৃত্তির অর্থ বিতরণকারী কর্মকর্তা) আপ্যায়ণ। (সোনামুখি, শিমুলদাইড়, শুভগাছা উচ্চ বিদ্যালয়) (শিক্ষক/কমিটির মাধ্যমে), উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ১০/৫ টাকা করে কেটে নিয়ে বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল প্রদান।(শিমুলদাইড়, বর্ষীভাঙ্গা সঃপ্রাঃবিঃ), বয়স্কভাতা প্রাপ্ত কমলা বেগম ৪,৮০০ টাকার স্থলে মাত্র ১,১০০ টাকা পেয়েছে (চরজগন্নাথপুর, নিশ্চিন্তপুর ইউনিয়ন), একই পরিবারে একাধিক কার্ডের সুবিধা গ্রহণ (বয়স্ক+প্রতিবন্ধী) ইত্যাদি) এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিয়ন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনে ডায়ালগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা।

জেলা পর্যায়ে গোলটেবিল বৈঠক

উদ্দেশ্যঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির জন্য সামাজিক সুরক্ষা ফোরামের মাঠ/ইউনিয়ন পর্যায়ের তদারকি হতে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের নিকট উপস্থাপন করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা।

গোল টেবিল বৈঠক বাস্তবায়নের নিমিত্তে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণী/পেশার জনগণ এবং বয়স্কভাতা কর্মসুচির উপকারভোগীদের সাথে সরাসরি সাক্ষাতকারের মাধ্যমে নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ঃ-

বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে নির্ধারিত শর্ত ও মাপকাঠির ভিত্তিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও বাস্তবে অনেকসময় তাহা হয় না এবং বাছাই কমিটি সক্রিয় নয়।

বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে/সময়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার/মাইকিং করা হয় না এবং গণজমায়েতের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয় না। (পরবর্তী সময়ে গণজমায়েতের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন আশা করছি)

বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ঝুলানোর নিয়ম থাকলেও বাস্তবে তাহা হয় না (ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে উপকারভোগীদের নামের তালিকা ঝুলানো সম্ভব কিনা ?)

বয়স্কভাতা কর্মসুচির উপকারভোগীদের স্ব স্ব নামে ব্যাংক হিসাব থাকলেও কার্যকারীতা না থাকা (স্ব স্ব হিসাব নম্বরে ভাতার অর্থ প্রেরণ করলে উপকারভোগী সুবিধামতো সময়ে লেন-দেন করতে পারত ফলে সমস্যা অনেকাংশেই থাকত না)।

বয়স্কভাতা কর্মসুচির উপকারভোগীদের পাশবই পৃষ্ঠা শেষান্তে পুরাতন বইয়ের সাথে নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন করা বাবদ ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক ১০০/২০০ টাকা গ্রহণ এবং পাশবই-এ ভাতা/টাকার পরিমান উল্লেখ করা বা লিখা হয়না। (গোলাপফুল স্বামী মৃত জালাল, বিধবাভাতাভোগী, বহি নং-৮৮৮/১২১, ব্যাংক হিসাব নং-১২৮, চরভানুডাঙ্গা, চালিতাডাঙ্গা)(সমাজসেবা অফিসের কর্মী আবুল কালাম) বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে ১০ টাকার বিনিময়ে উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়ম থাকলেও বেশী টাকা (৫০,১০০,২০০) গ্রহণ করা হয় (শুভগাছ ইউপি, মাইজবাড়ি ইউপি (রেফাজউদ্দিন-বয়স্কভাতাভোগী)

বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের সরাসরি ইউনিয়ন পর্যায়ে (সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন) উপস্থিত হয়ে সেবা প্রদানের নিয়ম। (এখানে উল্লেখ্য যে, খাসরাজবাড়ি, মুনসুরনগর ইউনিয়নের উপকারভোগীরা ইউনিয়ন সমাজকর্মীদের সম্পর্কে কিছুই জানেন না, ফলশ্রুতিতে চরের উপকারভোগীরা সেবার জন্য উপজেলা পর্যায়ে (সমাজসেবা অফিস ও ব্যাংকে) আসে এবং এতে করে অধিক অর্থ এবং সময় দুটোই ব্যয় হয়।

বয়স্কভাতার উপকারভোগী হয়েও সেবার অর্থ গ্রহণ করতে পারছেনা, মাবিয়া স্বামী আবু সামা, গ্রাম- চর দোরতা, ওয়ার্ড নং-৭, ইউনিয়ন-নিশ্চিন্তপুর বই নং-১৯৬, ব্যাংক হিসাব নং-৩৮৯

বিধবাভাতার উপকারভোগী হয়েও সেবার অর্থ গ্রহণ করতে পারছেনা, সুফিয়া স্বামী নিজাম খাঁ, গ্রাম- চর দোরতা, ওয়ার্ড নং-৭, ইউনিয়ন-নিশ্চিন্তপুর।

স্বামী জীবিত থাকলেও বিধবাভাতা সেবা গ্রহণ করছে (আম্বিয়া স্বামী জুড়ান আলী চর দোরতা, নিশ্চিন্তপুর ইউপি, সুফিয়া-খলিল ও বেইলা-সামাদ, গ্রাম- ছিন্না, মুনসুর নগর ইউপি)

বয়স্কভাতা কর্মসুচির ক্ষেত্রে কিছু উপকারভোগীর নমীনি মৃত্যুর পরও নিয়মিতভাবে সেবার অর্থ উত্তোলণ করছে এবং কিছু উপকারভোগী মৃত্যুর পরও নমীনির মাধ্যমে তিনমাস সেবার অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তাহা হইতে বঞ্চিত হচ্ছে। (সুখিতন বেওয়া, রামুশেখ, উত্তর পাইকপাড়া, সোনামুখি ইউপি, বয়স্কভাতাভোগী ছিলেন, বহি নং-১৬, হিসাব নং-৪৮৯, দেড় বছর যাবৎ মারা গিয়েছে, বইটি মেয়ের নিকট আছে, মৃত্যুর পর নমিনী কোন অর্থ পায়নি)

ফলাফল ঃ

- স্বচ্ছতা নিশ্চিত
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত
- তৃণমূলের বাস্তবচিত্র উচ্চতর মহলে অবহিত করা
- উপকারভোগী/উপযোগী উপকারভোগীরা তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পাবে
- ক্ষোভ ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ভুমিকা রাখবে
- সেবাপ্রদানকারীরা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সচেতন হবেন
- সেবাপ্রদানকারীরা উপকারভোগী/উপযোগী উপকারভোগীদের মতামত গুরুত্ব দিবে
- উপকারভোগী/উপযোগী উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধি
- সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পাবে
- জনগণের নিকট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি

বাৎসরিক মতবিনিময় সভা

ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি কর্তৃক আয়োজিত মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর কারিগরী সহযোগিতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচিতে কাজিপুর - সিরাজগঞ্জে উপজেলা অডিটরিয়াম হল রুমে ২০১৫ ও ২০১৬ সালের বাৎসরিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মো: শফিকুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রোগ্রাম এর শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এনডিপির নির্বাহী পরিচালক মহোদয় মো: আলাউদ্দিন খান। এনডিপি ও এসএসএনপি কার্যক্রম-এর অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। মুক্ত আলোচনায় ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে এসপিএফ সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন শরীফুল ইসলাম, রতন কুমার, শাহ আলী মাষ্টার, জহুরুল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে সোয়েব আলী গান্ধাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ও সাহেব আলী প্রধান শিক্ষক, মানিক পোটল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে টিএম আতিকুর রহমান মাইজবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়। বিশেষ অতিথীদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন হাবীবুর রহমান খোকা শূভগাছা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, আ: রাজ্জাক মনসুর নগর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, শামসুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সমাজসেবা অফিসার, এ কে এম শাহআলম মোল্লা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বিশেষ অতিথীগণ সকলেই এনডিপির কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং আগামীতে আরো সার্বিকভাবে সহযোগীতা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। প্রধান অতিথী অধ্যক্ষ মো: মোজাম্মেল হক সরকার বলেন এনডিপি সামজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে, এতে করে সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকল জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে শ্বপথ গ্রহণ করেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং এনডিপি-র সকল কার্যক্রম ভালভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে মর্মেও আশা ব্যক্ত করেন।

<u>গণ নাটক অনুষ্ঠান</u>

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচির উপর সচেতনমূলক গম্ভীরা/জারি গানের আয়োজন করা হয়। উক্ত গম্ভীরা/জারি গানের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচিতে কারা সেবা গ্রহণ করবে, কিভাবে সেবা পাবে, কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, কিকি যোগ্যতা থাকতে হবে, কিকি নিয়মনীতি অনুসরন করতে হবে এবং কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে কোথায় গিয়ে অভিযোগ করতে হবে ইত্যাদি অত্যান্ত সুবিন্যাস্তভাবে তুলে ধরা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার সকল শ্রেণীর জনগণ অংশগ্রহণ করে অত্যান্ত উপকৃত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসুচিতে কাজিপুর - সিরাজগঞ্জে ১২টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা মূল্যায়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া ও নথিপত্র সংরক্ষনের দক্ষতা যাচাই করা হয় । প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য সরকারী সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য যে সমস্ত নীতিমালা রয়েছে সেগ্রলোর উপর একটি চেকলিষ্ঠ তৈরী করে ইউনিয়ন পর্যায়ের সিটিজেন ফোরাম এর সদস্যদের দ্বারা অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানের সেবা সেবা প্রদান কার্যক্রমের প্রক্রিয়া অনুসরন এবং নথিপত্র সংরক্ষনের দক্ষতা যাচাই করাই এ প্রোগ্রাম এর মুল উদ্দেশ্য ।প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা মূল্যায়নের প্রত্যাশিত

ফলাফলগূলো হচ্ছে অংশগ্রহনমুলক পদ্ধতিতে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা যাচাই করা,সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে,ইউনিয়ন পরিষদের কাজের গুনগতমান বজায় থাকবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিষদের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করতে সহয়তা করবে ।

তথ্য অধিকার দিবস- ২০১৫
"তথ্য নেবো তথ্য দেবো, দেশ গড়ায় অংশ নেবো"
র‍্যালী ও আলোচনা সভা
তারিখঃ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫
সিভিক ইনগেজমেন্ট ইন সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অফ সোস্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম
স্থানঃ কাজিপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ।
বাস্তবায়নেঃ ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এনডিপি
সহযোগিতায়ঃ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF)